vivo Y22 · Tanu
Jun 6, 2023, 13:39

25/11/15

প্রাচীন যুগে ভারত-রোম বাণিজ্যের প্রকৃতি আলোচনা কর। (খ্রীঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী) CC-3

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্য যখন ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল, খ্রীঃ প্রথম শতকে রোমে অগাস্টাসের অধীনে এক সাম্রাজ্য যুগের সূচনা হয়। এরপর 200 বছর ধরে নতুন সাম্রাজ্য সমৃদ্ধ, নিরাপদ ও স্থিতিশীল ছিল। খ্রীঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে রোম সাম্রাজ্য শক্তি ও গৌরবের শীর্ষে পৌঁছায়। বর্তমান ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া প্রভৃতি নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল। এছাড়া বিশাল উপমহাদেশের সাথে ভারত লাভ করে। বিশ্বজয়ী রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য রপ্তানি হত।

A ভারত-রোম বাণিজ্যের সময় সীমা :- রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য চলেছিল খ্রীঃ পূর্ব প্রথম শতক থেকে তৃতীয় শতকের শেষ পর্যন্ত। এরপর রোম সাম্রাজ্যের ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। রোম সাম্রাজ্য দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। তবে পূর্ব রোম সাম্রাজ্য যেটি কনস্ট্যান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সেই পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য যোগসূত্র পর্যন্ত বজায় ছিল। রোমের সর্বত্র শান্তি ও সুব্যবস্থা বজায় থাকায় এই বাণিজ্যের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। রোমান বিশ্ব প্রাচীনকালে একটি প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। রোমের

vivo Y22 · Tanu
Jun 6, 2023, 13:40

প্রথম আগাস্টাস সিজার খ্রীঃ পূঃ ২৫ অব্দে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য পথ সুগম করেন। এই সময়ে হল,

রোম বাণিজ্যের গতিপথ :- রোমের ঐতিহাসিক ও লেখকেরা ভারত সম্পর্কে খুবই আগ্রহী ছিলেন। তাদের লেখায় ভারত সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে খননকার্যের ফলে বহু ভারতীয় শিল্প দ্রব্য পাওয়া গেছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরাও রোম সম্রাট সাম্রাজ্যের সঙ্গে দূত বিনিময় করেছিলেন। স্থলপথের রক্ষায় এর উদ্দেশ্য ছিল। ভারতের সঙ্গে রোম সাম্রাজ্যের সাক্ষাৎ বাণিজ্য পথ নিরাপদ হওয়ায় সম্ভব হয়েছিল। ফিরোজ রোম সাম্রাজ্য বিলাস-সামগ্রীর চাহিদা বাড়াও পথ দিয়ে এর বিনিময় দ্রব্যের প্রাপ্তির মূল দিল সমুদ্র ভারত। দুজনের ভারতে রোম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল শেষে শক্তিশালী হয়ে। রোম ও রোম ও বিশ্ব সাম্রাজ্যের সমকক্ষ হয়ে উঠে। ফলত রোম ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য গড়ে উঠে। এমন দুই প্রতিবেশীর দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য গড়ে উঠে।

* কুষাণ যুগ :- খ্রীঃ প্রথম শতকে গ্রীকমালাহ আরব সাগরের উপর দিয়ে যে উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু বইত তার সাহায্যে মাল সমুদ্র দিয়ে বাহার চলাচল দ্রুততর হয়। খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতকের মাঝামাঝি রোম সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ীরা লোহিত সাগর পেরে এসে ভারতের দক্ষিণ বন্দর কিনে বাড়ির জন্য উপকূল ধরে সাগর পথে বাড়ির জন্য উপকূল ধরে সাগর পথে বাড়ির জন্য

vo Y22 Tanu
n 6, 2023, 13:40

অর্থাৎ মীরকাশেম নবাবী পদের সাহায্যে ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য থেকে সব কোম্পানি কর নিতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ অভিযোগ কুশাসনের অভিযোগ হয়। এই বিষয়গুলির ওপর কুশাসনের অভিযোগ দূরীকরণ হওয়ায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি সঞ্চার হয়।

* দক্ষিণ ভারতের ভূমিকা :— ইংরেজ কোম্পানি ও দক্ষিণ ভারত বিভিন্ন দুটি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ ছিল। তবে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ইংরেজ সম্প্রদায়ের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সুদূরপ্রসারী। ইংরেজ কোম্পানি প্রথম নিয়ন্ত্রিত হত না। আবার ভিন্ন ভারতের সঙ্গেই যোগাযোগ ছিল পর্তুগীজ; উপকূল ধরেই কোম্পানি চলে গেছে। শুধু সব সামগ্রী অভিজ্ঞতায় ভরা হত এবং যোগাযোগ গেছে দ্বিমুখী হয়। ইংরেজ সাম্রাজ্যের ঔপনিবেশিক ভিত হবে বলে দক্ষিণ ভারত এত গুরুত্বপূর্ণ হয়।

* সমুদ্র পথে বাণিজ্য :— ইংরেজের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্যে দক্ষিণ ভারত ছিল অগ্রণী। ছিল, এই বাণিজ্যের দিক সবচেয়ে লাভজনক এবং ইংরেজের দিক থেকে হবে সবচেয়ে ক্ষতিকারক। দ্বিমুখী সামুদ্রিক অভিযান ও নতুন আবিষ্কার হতে থাকে। ইংরেজরা বিশ্বের সবচেয়ে রাজ্যে এবং সুদূর ইতিহাসের নানা স্থানে বাণিজ্যের জন্য ক্রমাগত গড়ে উঠেছিল। লাভজনক ইংরেজরা মারিজামেন্দুতে ইংরেজ মুক্তা ও সাদের মতবিনিময় সাহায্য করেছে। ইতিহাসবিদগণ অনুমান করেন এই ঘটনাটি

রোমকরা খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকের মধ্যে বহু দ্রব্য ভারতে আমদানি করেছিল।

* বাণিজ্যের প্রসার:- রোমান ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো খুব উন্নত ছিল না, কৃষিজাত পণ্যের সুলভতা অত্যন্ত বেশি ছিল। উদাহরণ হিসেবে কাবেরী পত্তনমের কথা বলা যায়। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে এই বন্দরের খুব বেশি উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বন্দরে দু ধরনের পণ্য আসত, একটি হল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের উপকূল এবং বিদেশীয় উপকূল অঞ্চলে অবস্থান করত। খ্রীঃ প্রথম শতকের সঙ্গম যুগের সাহিত্যে এর বিবরণ পাওয়া যায়। তবে পেরিপ্লাস, খুব বিস্তার, পেরিপ্লাস ও মাদুরাইর বর্ণনা পাওয়া যায়। Periplus of the Erythrean sea গ্রন্থে প্রথম শতকে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের পণ্য ও পথ ছাড়াও আমদানি রপ্তানির বিবরণ পাওয়া যায়।

* মুদ্রাবিনিময়:- ভারত-রোম বাণিজ্য ফলে ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতই অধিক লাভবান হয়েছিল। রপ্তানির বিনিময়ে ভারত সোনা দ্বারা এবং কিছু ক্ষেত্রে না দিয়ে রোম সাম্রাজ্য থেকে যেসব জিনিস রপ্তানি হত সেগুলির দাম পূর্ণমুদ্রায় দিতে হত। দক্ষিণ ভারতে প্রচুর রোমান মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর থেকে বিশেষ অভিযোগ করেছেন রোম থেকে

প্রত্যেক বছর ৫৬ কোটি মুদ্রা ভারতে নেওয়া হত।

* আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র :- ভারত-রোম বাণিজ্যের অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল ভারতে বেশি পড়েছিল, কেননা ভারতে স্বর্ণ প্রবাহ বৃদ্ধি বিলাস ও বিনোদনের ক্ষেত্রে শিল্প ও কারিগরি অংস্কৃতির সঙ্গে উত্তর ভারতের সম্পর্ক খ্রীঃ পূঃ ২য় শতক থেকে বাকট্রিয়ানরা গ্রিক রাজ্য স্থাপনের পর এই সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়। অর্থাৎ গ্রিক-রোমান ভাবধারা ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। সংস্কৃত শব্দ যেমন গ্রিক ও লাতিন ভাষায় প্রবেশ করে, তেমনি গ্রিক ও লাতিন শব্দ সংস্কৃত ভাষায় স্থান পায়।

* বৈদেশিক প্রভাব :- ভারতীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যের এই সময় গ্রিক স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, বিশেষত গান্ধার শিল্পী ও অন্য শিল্পীদের প্রভাব বেশি প্রভাব ফেলে। বিষ্ণুর ত্রিপদ রেখা ধ্রুবের ধ্রুবত্ব রক্ষার সাথে সম্পর্কিত হয়। বিষ্ণুর ত্রিপদী সম্পর্কে যারা লিখেছে তারা কৃষ্ণদেবের ত্রিপদ কোরানী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

পরিশেষে বলা যায় যে মৌর্যযুগে ভারতের সঙ্গে রোমের কেবল বাণিজ্যিক সম্পর্কই স্থাপিত হয়নি, সাংস্কৃতিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিল। সংঘের এই যুগের আহত, বাঁ-দাঁত-বিশিষ্ট প্রভৃতিতে ভারত রোম বাণিজ্যের প্রাচীন সাক্ষ্য লাভ করা যায়।